সংবাদ

18 JAN 2013

একুশে বইমেলায় স্টল বরাদ্দের জন্য ছাত্রলীগ নামধারীদের চাপ

বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে একুশে বইমেলা সমাগত। ১ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে যাচ্ছে এ মেলা। একাডেমী এরই মধ্যে মেলার প্রস্তুতির কাজও শুরু করে দিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে স্টল বরাদ্দের জন্য ফরম বিতরণের কাজ চলছে এখন। এরই মধ্যে ছাত্রলীগ নামধারী একদল তরুণ বঙ্গবন্ধু বইমেলা নামের সংগঠনের নামে স্টল বরাদ্দ দেয়ার জন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টির খবর দিল সহযোগী দৈনিক গত বৃহস্পতিবার।

খবর অনুযায়ী এই তরুণরা গত ৯ জানুয়ারি এবং এর আগের দিন তিন ঘণ্টা করে বইমেলার তথ্য ফরম বিতরণ ও জমা নেয়ার কার্যক্রম বন্ধ করে রাখে। এদের বাধার মুখে গত বুধবার বেলা দেড়টা থেকে সাড়ে ৪টা এবং আগের দিন দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত কাজ বন্ধ রাখতে হয়। এতে বিপাকে পড়ে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ।

এই যুবকরা গত বুধবার জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দাবি অনুযায়ী ৫০টি ফরম দেয়া না হলে স্টল বরাদ্দের কার্যক্রম চালাতে দেয়া হবে না। এই পরিস্থিতিতে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষই শুধু বিপাকে পড়েনি, একাডেমীর নীতিমালা অনুযায়ী স্টল পেতে ইচ্ছুক বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রতিনিধিরাও চরম ভোগান্তিতে পড়েন।

বইমেলা কমিটির সদস্য সচিব বাধাসৃষ্টিকারী তরুণদের অবশ্য ছাত্রলীগ সংশ্লিষ্টতা না থাকার কথা বলেছেন। এদের বেশিরভাগ বাংলা একাডেমী সংলগ্ন শিববাড়ী এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু তরুণরা সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের বঙ্গবন্ধু বইমেলা নামের সংগঠনের লোক বলে পরিচয় দিয়েছে।

একুশের বইমেলা আয়োজনের প্রস্তুতিতে এ ঘটনা নতুন নয়। সব আমলেই হয়ে আসছে। বিগত সরকারের সময়ে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে একাধিক স্টল বরাদ্দ নেয়ার জন্য একাডেমী কর্তৃপক্ষের ওপর প্রভাব খাটানো হয়েছিল। এ নিয়ে মেলা চলাকালীন অনেক অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে স্টল নেয়ার এই প্রক্রিয়া কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। এবারের ঘটনাও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। শুধু নাটকের কুশীলবদের পরিবর্তন হয়েছে।

প্রকাশ্যে না হলেও প্রতি বছর প্রচ্ছন্নে একাডেমী কর্তৃপক্ষ মেলার পরিবেশ স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে এই জাতীয় ঝুট-ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে আপস রফাও করে থাকে। এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট।

এবারের নীতিমালা অনুযায়ী বইমেলায় কোন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংগঠনকে স্টল দেয়া হবে না। বইমেলার গাম্ভীর্য বজায় থাকবে কিন্তু চিত্তবিনোদনের একমাত্র উৎস হিসেবে বইমেলা যাতে না হয়, সেটা সবারই প্রত্যাশা। সুতরাং গৃহীত নীতিমালার প্রতি একাডেমী কর্তৃপক্ষ দৃঢ় থাকবে এটাই আমরা চাই। সে বিবেচনায় নিয়মনীতির বাইরে স্টল বরাদ্দের প্রত্যাশীদের যে কোন মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। এখানে ঝামেলা সৃষ্টিকারীদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রশ্নই ওঠে না। এতে এরা আরও মাথায় চড়ে বসে। একাডেমীকে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে।

একুশে বইমেলাকে ঘিরে যে আবেগ সৃষ্টি হয়, তার মধ্যে ক্ষমতার নাম ভাঙিয়ে কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল তরুণের আচরণ মেনে নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে একাডেমীকে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। বইমেলা সফল হোক এই প্রত্যাশাই যথেষ্ট নয়, এর গাম্ভীর্যতা যাতে সুরক্ষিত থাকে সে চেষ্টাও থাকতে হবে। বেনিয়া উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার স্থান একুশের বইমেলা হতে পারে না।